যুগান্তর

তারিখ ... 6 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... ১১ কলাম ...

নরসিংদীর শিবপুরের মোহরপাড়া

উপবৃত্তির অনিয়মের ফাঁদে মেধাবী ছাত্ররা

তাসলিমা তামান্না

> মোহরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাইমারি সেকশনের উপবৃত্তি নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে প্রত্যক্ষদর্শীর চিঠির আসে। আমরা যোগাযোগ করি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী, শিক্ষক পক্ষ ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে। জানা যায়, বেশ কিছু শিক্ষার্থী অভিভাবকদের ক্ষমতার কারণে উপবৃত্তির আওতায় না পড়লেও এর সুবিধা ভোগ করছে..

প্রাইমারি সেকশনের উপবৃত্তি নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে নরসিংদীর শিবপুর থানার মোহরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রতিমঞ্চে এমনই কিছু অভিযোগের খতিয়ান দিয়ে একটি প্রত্যক্ষদর্শীর চিঠি আসে। আমরা যোগাযোগ করি মোহরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী, শিক্ষক পক্ষ ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে। জানা যায়, একই বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী শুধু অভিভাবকদের ক্ষমতার কারণে উপবৃত্তির আওতায় না পড়লেও এর সুবিধা ভোগ করছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিদ্যালয়টির শিক্ষকদের পক্ষ থেকে জানা যায়, এখানে অনেক দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থী রয়েছে। কিন্তু তাদের নাম ইস্যুকৃত উপবৃত্তির লিস্টে নেই। অথচ এমন অনেক শিক্ষার্থী এ সুবিধা পাচ্ছে যাদের পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল। শিক্ষকরা আরও বলেন, এ অনিয়ম সাবেক প্রধান শিক্ষক মোঃ বাতেন মাস্টারের সময় থেকে চলে আসছে। তারা প্রতিবাদ করেও কোন ফল পাননি। বিদ্যালয়টির শিক্ষক ও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে জানা যায়, এ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র নাহিয়ান তাহমিদ উপবৃত্তি পাচ্ছে। যদিও তার বাবা একেএম গোলাম কিবরিয়া হচ্ছেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। এরকম আরও অনেক ক্ষমতাবান ব্যক্তির সন্তান এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে, যাদের উপবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র নাদিমুল হাসান, তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র জাভেদ মিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে জাভেদ মিয়ার পিতা হচ্ছেন সাবেক প্রধান শিক্ষক মোঃ বাতেন মাস্টার। বিদ্যালয়টির শিক্ষকরা বলেন, সরকার উপবৃত্তি চালু করেছে দিনমজুর, কুলি, ভূমিহীন বা একেবারে ছিন্নমূল পরিবারের সন্তানদের জন্য পড়াশোনার সহায়ক হিসেবে। অথচ এই বিদ্যালয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের সন্তানের আড়ালে ঢাকা পড়েছে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাদেরই প্রয়োজন এই উপবৃত্তির অর্থ। তারা চান, এ পরিস্থিতির দ্রুত অবসান। মোহরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষিক জেবুন্নাহারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'অভিযোগটি সত্য। তবে উপবৃত্তি প্রদানের কিছু নিয়ম আছে। এসব নিয়মের কারণে অনেক দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী এই বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এটা যে সবসময় স্বজনপ্রীতি বা অনিয়ম তা নয়। আর আমার স্কুল সম্পর্কে বলতে পারি, আমি এখানে আসার আগেই চলতি তালিকায় উপবৃত্তি চালু রয়েছে। এখানকার শিক্ষক ও অভিভাবকদের অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা শিক্ষা অফিসে আবেদন করা হয়েছিল। সেখান থেকে নতুন করে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরির আদেশ আমরা পেয়েছি। নতুন বছর শুরু না হওয়া পর্যন্ত এটা কার্যকর করা যাবে না। অন্যদিকে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী নাহিয়ান তাহমিদের পিতা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা একেএম গোলাম কিবরিয়া। নাহিয়ান সচ্ছল পরিবারের সন্তান হয়েও কেন বৃত্তি পাচ্ছে এটি অনেক অভিভাবকেরই প্রশ্ন।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা একেএম গোলাম কিবরিয়াসঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার ছেলে কোন উপবৃত্তি পাচ্ছে না। উপবৃত্তিতে সিলেক্ট হওয়ার কিছু সরকারি নির্ধারিত নিয়ম আছে। কেবল গরীব বা মেধাবি হলেই চলবে না। উপস্থিতির হারসহ আরও কিছু ক্র্যায়টারিয়া ফিলাপ হতে হয়। এসব বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভালো বলতে পারবেন। আমি এটুকুই বলতে পারি নিয়ম ভঙ্গ করে কোন কিছুই হচ্ছে না এখানে। তাছাড়া আগামী মার্চের আগে চলমান ইস্যু নিয়ে অন্তত আমার পক্ষে কিছু করার ক্ষমতা নেই।'